দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 JAN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

23

শিক্ষাঙ্গন

কুমিল্লায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

কুমিল্লা জেলার প্রায় লক্ষাধিক শিশু ও কিশোর দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত রয়েছে বলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে। তথ্যে জানা যায়, এ জেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ৬—১০ বছর বয়সের শিশু ও কিশোরের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। এর মধ্যে প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়ন করছে ৪ লাখ ৯০ হাজার বাকী প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার এ শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

এসব শিশু ও কিশোরের বিদ্যালয়ে না যাবার প্রধান কারণ হলো পরিবারিক অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্য। কোন কোন অভিভাবকের শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহতাও অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা যায়।

এ জেলায় প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা বিরাজমান পুঞ্জিভূত সমস্যার কারণে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে দারুণভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ ও খেলাধুলার অভাব, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি প্রাইমারী শিক্ষা প্রসারের অন্যতম অন্তরায়। এ জেলায় ১৩০৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং এসব বিদ্যালয়ে দুই শিফট চালু করা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রী সংকুলান হয় না। শিক্ষার বিধি মোতাবেক প্রতি ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন হিসেবে শিক্ষক থাকার কথা, অথচ সে অনুপাতে পর্যাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা নেই। এ প্রেক্ষিতে সমগ্র জেলায় ৯,৯৫০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন হলেও শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৬,৪৭২ জন। তাছাড়াও বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে পর্যাপ্ত চেয়ার, টেবিল, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক বিদ্যালয় অঙ্গনে আনতে হলে সর্বাগ্রে তাদের স্থান সংকুলানের পদক্ষেপ নেয়া একান্তই প্রয়োজন।

—এম জি মাহ্‌ফুজ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে তারা কি কোনদিনই নির্ধারিত সময়ে তাদের পড়াশুনা শেষ করতে পারবে না? তাদের কি চাকরির বয়সসীমা নির্ধারিত নয়? তারা কি বছরের পর বছর পিতা-মাতার কাছে পরীক্ষা না হওয়ার কৈফিয়ত দিয়ে যাবে? আমাদের দেশের মত গরীব দেশে ক'জন পিতা-মাতার সাধ্য আছে বছরের পর বছর তাদের ছেলেমেয়ের পিছনে হাজার হাজার টাকা পয়সা খরচ করার?

কিন্তু কেন এরকম হচ্ছে? কে দায়ী এর জন্য। আমি একজন অভিভাবক হিসাবে এর জন্য মহামান্য চ্যান্সেলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিন বছরের অনার্স পরীক্ষা যদি ৫/৬ বছরেও শেষ না হয় তাহলে তাদের চাকরির বয়স কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বছরের পর বছর পরীক্ষা পিছানো আর ইউনিভার্সিটি বন্ধ করার উপক্রম লেগেই আছে কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন তাহলে বোধহয় কিছুটা সমস্যার সমাধান হতে পারে। শিক্ষকরা যদি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন না করেন এবং ক্লাসগুলো নিয়মিত নিয়ে কোর্স শেষ করে ফেলার চেষ্টা করেন তাহলে কিছুটা সমাধান হতে পারে। এ দেশের হাজার হাজার পিতা-মাতার হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে এই দুর্ভোগে ভুগছে। তাদের পরীক্ষা ঠিকমত হচ্ছে না। শিক্ষকরাও মনে হয় খুব একটা গা করছেন না। কোর্স যদি বেশীই হয়ে থাকে তাহলে কোর্স তো কমিয়েও দেয়া যায়। যেখানে তিন বছরের কোর্স ৬ বছরেও শেষ হয় না সেখানে কোর্স বাড়িয়ে লাভটাই বা কি? শিক্ষকরা ইচ্ছা করলেই পারেন কোর্সগুলো কমিয়ে দিয়ে অনার্স পরীক্ষাটা তাড়াতাড়ি নিয়ে নিতে। কারণ এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। যারা ১৯৮১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে তারা এখনও অনার্সই দিতে পারেনি। অথচ এ দিকে '৮২ থেকে '৮৬ পর্যন্ত কতগুলো ব্যাচ ঢুকে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরা কি করবে? এর জন্যই এ বছর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ডাকাই হচ্ছে না।

আমার মনে হয় কোর্স আর না বাড়িয়ে অনার্সের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাটা নিয়ে নেয়াটাই শ্রেয় হবে। ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ড কমিশন তার সুপারিশে অবশ্য ঘোষণা করেছে '৮৭ সালের মার্চে অনার্স শুরু করার কথা।

কিন্তু কোর্স যে এখনও বাকী রয়েছে সেগুলো শেষ করে পরীক্ষা নিতে গেলে কোন মতেই মার্চে শুরু করা যাবে না। সুতরাং আমার মনে হয় কর্তৃপক্ষ এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার নির্দেশ দিলে অবশ্যই পরীক্ষা হতে বাধ্য। এ ব্যাপারে আমি চ্যান্সেলরের কাছে বিনীত আবেদন করতে যেন তিনি দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে এ ব্যাপারে একটা ত্বরিৎ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা দিবেন।

—এ, কে, এম, রুহুল আমিন।